লোহার জাহাজ

সজল আহমেদ

উৎসর্গ

কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

ভূমিকা

ছোটবেলায় একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম স্বপ্নের ভিতর। তখন হঠাৎ একজন পাগলের সাথে দেখা হয়েছিল। আমাকে দুটো লাল চোখ তীব্রভাবে লক্ষ করছিল। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। হঠাৎ সে আমার কাছে এসে বলল, কী চাস এখানে। আমি বললাম, জানি না। আবার জিজ্ঞেস করল, কী হতে চাস? আমি কিছু না ভেবেই বললাম, কবি হতে চাই। এটা শুনে পাগল লোকটি উচ্চস্বরে হাসতে লাগল। আমি কিছুটা অবাক ও ভয় পেলাম। লোকটি আরও কাছে এসে কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে বলল, 'লেগে থাকিস।' সেই থেকে আমি লেগে আছি কবিতার পেছনে। দূরবীনের সামনে অনেকগুলো শূন্যের পাশে একটি ব্যর্থ শূন্য যোগ করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত।

হিসেব না হয় বাকি থাকল ব্যক্তিগত খাতায়।

সজল আহমেদ
০৫.০৩.২০২২

সূচিপত্র

লোহার জাহাজ ১১
কাঁচা ব্লেড ও একটি প্রাচীন আয়না ১২
শীত ও বৃষ্টির আয়নাদূরত্ব ১৩
কুকুরজীবন ১৪
চতুর্ভুজ মশারি ১৫
আধুনিক ১৬
নোনতা আদর ১৭
গোপন সংবাদ ১৮
নিজস্ব বিজ্ঞাপন ২০
অপেক্ষার মিছিল ২২
মোটা চালের খই ২৩
বোকা লাটিম ২৪
নষ্ট নক্ষত্র সমান বয়স ২৫
বিরতিহীন গল্প ২৬
খিদে ২৭
ভালো নেই ২৮
বেলুনভর্তি শব্দদূষণ ২৯
কংক্রিট শহর ৩০
মাটির মাদুর ৩১
ছায়া-বৃত্তান্ত ৩২
ধূপ ও বেলুন-স্বপ্ন ৩৩
দূরত্ব ৩৪
রঙিন মৃত্যু ৩৫
৩৬ শীত-বৃত্তান্ত
৩৭ ফুঁ
৩৮ দীর্ঘ মুখোশ
৩৯ গাছনামা
৪০ নিঃসঙ্গ ওজন
৪১ নগ্নজল
৪২ মরিচফুলের মায়া
৪৩ হাতঘড়ি ভর্তি সময়
৪৪ গর্তহীন চশমা
৪৫ বেলুন-যন্ত্রণা
৪৬ শাদা বোতল
৪৭ শহুরে ছায়া
৪৮ ভাঁজ করা স্মৃতির মাদুর
৫০ বৃষ্টি ও বিষণ্নতা
৫১ রূপসার মেয়ে
৫২ শব্দহীন অথচ পূর্ণ ঠিকানা
৫৩ ঠিকানার গন্তব্য
৫৪ কবি
৫৫ যত্নে আঁকা অযত্ন-স্মৃতি
৫৬ নিঃশ্বাসের মতো দীর্ঘশ্বাস
৫৮ আদুরে গল্প
৫৯ যুদ্ধ ও একটি ফুল-বৃত্তান্ত
৬০ অপেক্ষা

লোহার জাহাজ

শৈশবে একটি আস্ত লোহার জাহাজ কিনব বলে সেই যে বাড়ি থেকে পালালাম তারপর আর ফেরা হলো না। পাড়ার মুদি দোকানে বিক্রি করে দিলাম গতজন্মের পিতামহের গোলাকার রঙিন চশমার ফ্রেম। এরপর খুব সস্তায় কিনে ফেললাম একটি লোহার পাহাড়। দিনরাত লোহা পিটাতাম, কিন্তু জাহাজ আর তৈরি হলো না। অবশেষে একটি নৌকা নিয়ে শহরে ফিরলাম। একজন বয়স্ক ভিক্ষুক আমার পরিচয় জানতে চাইল; আমি প্যান্টের দীর্ঘ চেইনটি খুলে একটি লম্বা প্যাঁচানো আয়না দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু ভিক্ষুকটি আমাকে চিনতে পারল না। দূরে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ন্যাড়া পাগল। সে তার কুৎসিত হলুদ দাঁত বের করে হাসল আর বিড়বিড় আমাকে জন্মের মতো গালাগাল করতে লাগল। আমি সম্পূর্ণ প্যান্ট খুলে দৌড় শুরু করলাম। মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে দেখছিলাম পৃথিবীর মানচিত্রটা শেষ হলো কি না! মানুষ বলে আমি আর এগুতে পারলাম না।

কাঁচা ব্লেড ও একটি প্রাচীন আয়না

কেউ কেউ বাড়ি না ফিরে অন্য কোথাও ফিরতে চায়। গতজন্মের আকাশের কাছে অথবা ভবিষ্যতের কাঁচা রোদের কাছে। একটি আমলকির ঘ্রাণে যে ঘুম ভেঙে যায়, তার নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি পাঁচ বছরের বালক নুনু ঝাঁকিয়ে নগ্ন মানচিত্রকে কাঁপানোর ব্যর্থ আদিম চেষ্টা করে। কিন্তু রৈখিক সমাজ শেষপাতে একটু ঘন দই পেতে চায়। মিথ্যে রাখালের গল্প—সত্য ভেবে ভেবে বাঘেরা ফিরে যায়। হরিণমুখী কিছু বানর চেঁচিয়ে ওঠে তখন মনে হয় একটি সস্তা ব্লেড দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত ভ্রু ছেঁটে ফেলি। তখন প্রিয় কুকুরছানা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, শোবার ঘরে একটা বড় প্রাচীন আয়না আছে। যা থেকে বছরে বছরে পালানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। সফল হইনি। তাই আজও বাড়ি ফেরা হলো না। কাঁচা ব্লেড দিয়ে আয়না কেটে ফেলা হলো না।

শীত ও বৃষ্টির আয়নাদূরত্ব

মেয়েটি একটি গলি দিয়ে হাঁটছিল। মেয়েটি একটি শরীর নিয়ে হাঁটছিল। মেয়েটি একটি অন্ধকার রাত মাথায় নিয়ে হাঁটছিল। একটি সাইকেল, দুটো চাকা নিয়ে ঘুরছিল। একটি কাককে কালো বলায় সে তার ডানাদুটো কেটে ঘুমিয়ে পড়ল। বাবলুর মন খারাপ, তার প্রিয় কুকুর টমি আজ বমি করেছে। নিচতলার বাড়ির কাজের মেয়ে মহুয়াও আজ ভীষণ বমি করেছে। তাই শুনে তিনতলার মানিক কাকা, চারতলার গণেশ মামা ও দোতলার গিটারের শিক্ষক অনিমেষ খুব চিন্তায় পড়েছে। পাড়ার সবচেয়ে বড় (হারানের) মুদি দোকান সকাল সকাল খুলে যাচ্ছে। পাটের দড়ি না কিনে আধুনিক প্লাস্টিকের দড়ি কেউ কেউ যত্ন করে কিনছে। রাত গভীর হলে দু-একজন মাতালেরা সরু রাস্তা দিয়ে টলতে থাকে। ডাস্টবিনের ভেতর আজ পল্টুর মা ময়লা ফেলতে গিয়ে দেখল টমির বদলে মহুয়া গোল হয়ে, ভাঁজ হয়ে ঘুমিয়ে আছে। এই শীতের সকালে একটু বৃষ্টি হলে ভালো হতো। আয়নার ভেতরের ছবিটি আর একটু পরিষ্কার হতো।

কুকুরজীবন

প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখে নিই মানুষ চেহারাটি। তারপর ঘুমোতে যাই সকালে। ঘুম থেকে উঠে পুনরায় আয়নার সামনে দাঁড়াই। আমার মানুষ চেহারাটি দেখে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। প্রতিদিন ভাবি—একদিন সকালে উঠে আয়নায় দেখব আমি একটা কুকুরছানা হয়ে গেছি। হায়! বোবা ঈশ্বর আমাকে একটি কুকুরজীবন তুমি দিতে পারোনি। এই মিথ্যে মানুষজীবন আমার আর ভালো লাগে না। ভেতরে কুকুর বাইরে মানুষের নকল চেহারা নিয়ে অভিনয় করতে আর ভালো লাগে না। আমি সবসময় একটি কুকুরজীবন চেয়েছি। মানুষগুলো প্রায় আমাকে ভুল করে মানুষ ভেবে বুকে জড়িয়ে ধরে। আমিও জোরে কামড় বসিয়ে দিই। আবার পাড়ার কুকুরেরা আমাকে মানুষ ভেবে প্রায় কামড়ে দেয়। মানুষের মতো কুকুরও আজ মানুষ আর কুকুরের পার্থক্য বুঝে উঠতে পারে না। বোবা ঈশ্বর, একটু আগুন হবে শেষবারের জন্য একটি সিগারেট ধরাব অবিকল মানুষের মতো করে!

চতুর্ভুজ মশারি

এই যে তুমি আমি স্নানঘরে হয়ে যাই একা
ভীষণ একা।
আঙুলের ইশারায় বুঝে নিই
হাতঘড়ির চলমান নামতা।

ফড়িং-এর কাছে লাফিয়ে লাফিয়ে
নেমে আসে বালক-বালিকার শৈশব
নিম্নমুখী জীবনের সরল বৃত্তগুলো
অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে
লবণ রাতগুলো আর নোনতা হলে
অপেক্ষা করে আমাদের স্নিগ্ধ স্ত্রী
চতুর্ভুজ মশারির ভেতরে
তখন কেউ কেউ যত্ন করে তুলে রাখে
মনের তীব্র অসুখ।
বেলুনঘরে নিঃসঙ্গ কথাগুলো
ওজনহীন হয়ে হারিয়ে যায়।
সাদাকালো দাবার ঘরগুলো
কখনো রঙিন হয় না।

আয়নার ব্যবহার ভুলে গেছে মানুষ
নিজস্ব ছবি ঘরেই পুনরায় হয়ে যাই একা
তখন কেউ কেউ খুঁজে বেড়ায়
নগ্ন অথচ অন্য মানুষের নিঃশ্বাস।

০৮.১২.২০১৮

আধুনিক

উলকাটা দিয়ে প্রতিরাতে তোমাকে
কত যত্ন করে বুনি
তার আধুনিক পার্থক্যটা
সুঁই আর সুতোর কাছে যেনে নিও।

২১.০৯.২০১৯